জুয়া কাহিনী

জাহিদ রাসেল

বিশ্বকাপ ফুটবল আরম্ভ হবার পর থেকে দেখতে লাগলাম আমার প্রবাসী বন্ধুদের কেউ কেউ ‘‘কোরাল’’,‘‘উইলাম হিল’’, ‘‘লেডব্রুক ’’ নামক বিভিন্ন বেটিং শপে ছুটছে। আমিও একদিন তাদের সাথে গেলাম। ওদের দেখা দেখি ৫ পাউন্ডের বেট ধরলাম এবং জিতলাম। আরো দু একবার খেললাম অল্প পাউন্ড দিয়ে । কখনো হারলাম কখনো জিতলাম। প্রতিদিন সকালে বেটিং -এর দোকানে যাই। অনেকটা যেন ঘোরের মধ্যে চলে গেলাম। লোভ বাড়তে লাগলো। ইতালি-ইউ,এস এর খেলায় (ইটালি উইন) কি মনে করে আমার প্রায় ৩০০ পাউন্ড বেট ধরে ফেললাম। খেলা হয়ে গেল ড্র। আমি হারালাম আমার টাকা। মাথা খারাপ হবার অবস্থা!! আসলেই বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গেছিলো, না হলে আমি হারার পর সেই টাকা উদ্ধারের জন্য ১দিন পর আরো দ্বিগুন টাকা কিভাবে বেটে ধরেছিলাম!? যাহোক আমি আর বেশি দূর আগাই নি। কিছু দিন বেট করবার পর প্রায় শ’দুয়েক পাউন্ডের ক্ষতি স্বীকার করে আমি এপথ থেকে ফিরে আসি। তবে জুয়া যে মাদক দ্রব্যের মতো মারাত্মক ক্ষতিকর আসক্তির কারণ হতে পারে এ অভিজ্ঞতা আমি ভালো ভাবেই লাভ করি। দেখা পাই জুয়ার কারণে সব হারানো কিছু মানুষের।

অধিকাংশ মানুষের জন্য জুয়া বা বাজিতে অংশ গ্রহন জীবনের আনন্দায়ক ছোট ঘটনাগুলোর একটি। অনেকেই মনে করেন জুয়ায় অংশ জেতার মতো ভাগ্য তাদের নেই, তাই তারা জুয়ায় অংশ নেন না। কিন্তু অল্প সংখ্যক মানুষ তাদের জীবনকেই সপে দেয় জুয়ার তরে। বহু ধরনের জুয়া খেলা প্রচলিত। এর মধ্যে আছেঃ-

- বিভিন্ন ধরনের কাড´গেম (যেমনঃপোকার,ব্লেক জেক), হুইল গেম (যেমনঃরোলেট) অথবা স্পেশাল মেশিন গেম (যেমনঃফ্রুট মেশিন ও ইলেকট্রনিক গেমিং মেশিন)এর মাধ্যমে জুয়ায় অংশ গ্রহন ।
- বিভিন্ন খেলার (যেমন : ফুটবল , ঘোড়া বা কুকুরের দৌড়) ভবিষ্যত ফলাফল সম্পর্কে বাজি ধরা।
- পুরুষ্কারের আশায় লটারি বা স্কেচ কাড কিনা ।

জুয়া খেলার এই ইতিহাস নতুন নয়। দু হাজার বৎসর পূবে´প্রাচীন রোমে হাজারো মানূষ ঘোড়া দৌড়ে বাজি ধরত। জুয়া সবসময়ই বিতর্কিত। এ বেশিদিন আগের কথা নয় যখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের প্রচলিত আইনই ছিল প্রায় সব ধরনের জুয়ার বিরোধি। তাই অধিকাংশ জুয়ার আসরই গোপন স্থানে রুদ্ধ দ্বারে আয়োজিত ও অপরাধিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। কিন্তু বিভিন্ন দেশের সরকার ভেবে

দেখলো যদি বিভিন্ন ধরনের জুয়া খেলার উপর মোটা অংকের টেক্স ধায র্করে সুনিদৃষ্ট আইনের মাধ্যমে আইনসিদ্ধ করে পরিচালনার অনুমতি দেয়া হয় তবে একিই সাথে রাজস্ব ও বাড়বে এবং এই খেলার সাথে অপরাধিদের সংলিষ্ঠতাও কমবে। তাছাড়া জুয়া টুরিষ্টদের দারুনভাবে আকৃষ্ট করে এবং এই ব্যবসা কমর্সস্থানের সৃষ্টি করবে। এর ফলে জুয়ার এই শিল্প দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

বিগত কয়েক দশকে পৃথিবীতে জুয়া খেলার পরিমান দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ মানুষের হাতে টাকা ও অলস সময় দুে টাই বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণত মানুষ শখের বসে, কখনো আনন্দ বা রোমাঞ্চ লাভের প্রত্যাশায় আবার কখনো তরিৎ ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় জুয়া খেলে থাকে। ১৯৯৭ সালের এক জরিপে দেখা যায় আমেরিকার জনগন জুয়ার জন্য যেখানে বৎসরে ৪৭ বিলিয়ন ডলার খরচ করে সেখানে সিনেমার টিকেট ক্রয়ে ৬ বিলিয়ন ডলার, বই ও ম্যগাজিন ক্রয়ে ৫২ বিলিয়ন ডলার এবং ভিডিও-অডিও ও কম্পিউটার উপকরণ ক্রয়ে ৮১ বিলিয়ন পাউন্ড খরচ করে। ইউকেতে জুয়ার ব্যবসা থেকে বাৎসরিক টার্ন ওভারের পরিমান প্রায় ৪২ বিলিওন পাউন্ড- দিনে ১১৫ মিলিয়ন পাউন্ড!! এরা সরকারকে বৎসরে প্রায় ১.২ বিলিয়ন পাউন্ড টেক্স দিয়ে থাকে। তাহলে ভেবে দেখুন প্রকৃত লাভবান কারা!? আমেরিকায় ১৯৭৫ সাল হতে ১৯৯৭ সাল পযর্ন্তবৈধ উপায়ে জুয়ার পরিমান ১৬০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্টারনেটে ২৪ ঘন্টা বেটিং-এর সুযোগ, এ ব্যবসাকে আরো ফুলিয়ে ফাপিয়ে তুলছে। ইন্টারনেটে ২৩০০ এ বেশি বেটিং ওয়েব সাইট আছে। শুধু মাত্র ইউকে তে ইন্টারনেট ব্যবহার করে জুয়া খেলে থাকে ৪ মিলিয়নের বেশি মানুষ। এই সংখ্যা প্রতি বৎসর ২২ ভাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৯ সালে অন লাইনে বেটিং-এর পরিমান যেখানে ছিল ১দশিমিক ২বিলিয়ন ডলার,২০০২ সালে তা বেড়ে দাড়ায় ৩ বিলিয়ন ডলার।

পৃথিবী জুড়ে নারী বা কিশোরিদের জুয়া খেলায় অংশগ্রহনের হার জুয়ায় পুরুষ বা কিশোরদের অংশগ্রহনের হার হতে অনেক কম। পৃথিবীর অনেক সমাজে পুরুষের জুয়া খেলার স্বীকৃত থাকলেও নারীর ক্ষেত্রে তা নিষিদ্ধ। নারী বা কিশোরিরা সাধারণত লটারি বা স্কেচ কাডে র মতো কম ঝুঁকি পূণ খেলায় লিপ্ত হয়। কিন্তু পুরুষেরা কাড গেম, ঘোড়া দৌড় , স্লট মেশিনে খেলার মতো ঝুঁকি পূণ খেলায় বেশি টাকা জুয়া ধরে থাকে।

লটারির মাধ্যমে জনকল্যান মূলক কাজে তহবিল সংগ্রহ নতুন কিছু নয়। সিডনির বিখ্যাত অপেরা হাউস তৈরি হয়েছে লটারির মাধ্যমে সংগৃহিত টাকায়। আমাদের দেশেও ক্রীড়া উন্নয়ন ,হার্ট ও চক্ষু ফাউন্ডেশনের তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যেও বেশ কয়েকবার লটারি আয়োজন করা হয়েছে।

কিছু জুয়াড়ি জুয়াকে পেশা হিসেবে নিয়ে নেয়। তারা অবশ্য ক্যাসিনোর কিছু খেলায় ভালো দক্ষতা অজর্ন করে। যদি তাদের কেউ খুব বেশি সফল হয়ে পরে তবে ঐ ক্লাব বা ক্যাসিনো তাকে নিষিদ্ধ করে দেয়। তখন তারা বাধ্য হয়ে ক্যাসিনো বা ক্লাব পরিবর্তন করে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো পেশাদার জুয়াড়িও খেলায় হারে। পেশাদার জুয়াড়িরা কোন ক্লাবে ঘুরে খেলার সময় তাদের টার্গেট ঠিক করে। সাধারণত তাদের টার্গেট হয় জুয়ার মাধ্যমে আনন্দ লাভকারি সাধারণ পযর্টক। পেশাদার জুয়াড়ি তাদের টার্গেটকে প্রথম কিছু জেতার সুযোগ দেয়। প্রাথমিক ভাবে জেতার পর টার্গেট নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে বেশি টাকা বাজি ধরলে তখন পেশাদার জুয়াড়ি নিজেদের দক্ষতা দ্বারা তা বাগিয়ে নেয়। আসলে যারা পেশাদার জুয়াড়ি তারা অন্য খেলার খেলোয়াড়দের মতো জুয়াতে দক্ষতা অজর্নের জন্যে দীঘ র্সময় ধৈয র্সহকারে প্রেক টিস করে থাকে।

প্রত্যেক জুয়াড়ি চায় জিততে। কেউ কেউ জিতে, তবে হারেই বেশি। অধিকাংশ মানুষ যারা জুয়া খেলে তারা জানে কখন ক্ষান্ত দিতে হবে,তবে কিছু জুয়াড়ি মরিয়া হয়ে উঠে। তাদের কেউ হয়তো প্রথমেই কিছু জিতে থাকে আবার তাদের কেউ বিরাট ক্ষতির পরও জুয়ায় লিপ্ত হয় এই ভেবে যে তাদের ভাগ্যের হয়তো পরিবর্তন হবে। কেউ যদি জুয়া খেলতে খেলতে আসক্ত হয়ে পড়ে এবং সে জুয়ায় হারার ফলে আথির্ক ক্ষতির সম্মুখীন হয় তবে, সে তার পরিবার ও সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়। এধরনের জুয়াড়িদের বলা হয় ‘‘Problem Gambler’’। এসব আসক্তরা প্রথমতো তাদের বেতন বা মজুরির অথ র্দ্বারা জুয়া শুরু করলে এক সময় তারা তাদের সঞ্চয় ও পরে ধার দেনা করে জুয়া খেলতে শুরু করে। সব পথ বন্ধ হলে এদের অনেকেই অপরাধে জড়িয়ে পরে, এই অপরাধকে

বলা হয় ‘‘white collar crime’’। জুয়ায় হারার ফলে ব্যক্তি শুধু আথির্ক ভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়না। জুয়ায় হারবার ফলে সে আপরাধ বোধে ভোগে, হয়ে পরে চরম স্বাথর্পর। হাতাশা তাকে ঘিরে ধরে। অধিকাংশ জুয়াড়িরা জুয়ায় হারার পর তাদের অনুভূতিটা অন্যদের সাথে শেয়ার করতে না পেরে তা নিজের ভেতরই বোতল বন্দি করে রাখে। তার ফলে তারা কারো কাছে মানসিক ভাবে সহানুভূতি না পাবার ফলে সমস্যাটি আরো জটিল হয়ে উঠে। অধিকাংশ সমস্যাগ্রস্থ জুয়ারীদের (Problem gambler) জন্য এপথ থেকে সরে আসা খুব কঠিন হয়ে পরে। কারণ জুয়ারীরা সব সময় ভাবতে থাকে ‘‘আর একবার খেলব....একবার জিতব,তার পর আর খেলবনা’’। কিন্তু সেই একবার আর শেষ হয় না। তাই Gamblers Anonymous এর মতো সংঠনের মতে Problem gambler কে এ জুয়ার আসক্তির পথ থেকে সরে আসতে হলে, তাদের অবশ্যই খেলা বন্ধ করতে হবে এবং অবশ্যই আর খেলা যাবেনা। Problem gambling প্রায় ক্ষেত্রে একটি পারিবারিক সমস্যা। ইউকে তে এক জরীপে দেখা গেছে এসব Problem gambler দের এক তৃতীয়াংশের পিতাও ছিলেন Problem gambler। সবচেয়ে করুণ হলেও সত্য এ সকল Problem gambler এক বড় অংশ (প্রায় ২৫ ভাগ) শেষ পযর্ন্ত আত্ম-হননের পথ বেছে নেয়। এই লিখাটি যখন তৈরি করছি তখন The Daily Teleghaph পত্রিকায় ‘‘ Gambling addict stole £1 million from employers’’শিরোনামে একটি খবর খুব ফলাও ভাবে ছাপা হয়। একজন problem gambling যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে উক্ত রিপোর্টে তা ভালো করেই প্রকাশ পেয়েছে। ডোরসেটের ‘‘Charminster ltd’’ নামক একটি Building firm এর Bryan Benjafield নামের এক একাউন্টিং ক্লার্ক তার প্রতিষ্ঠানের অথ র্চুরি করে ইন্টারনেটে বেটিং করে এক মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি টাকা খোয়ায়। যার ফলে প্রতিষ্ঠানটি দেউলিয়াত্বের স্বীকার হয়েছে।

জুয়া কি নিষিদ্ধ করা উচিত? এ নিয়ে জন মনে বিতর্ক আছে। অনেকেই মনে করেন জুয়া যেহেতু ব্যক্তি ও সামাজ জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে তাই এটি নিষিদ্ধ করা হোক। কিন্তু জুয়া রাষ্ট্র কতৃক নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে কিছু বঁ াধা আছে, তার কয়েকটি হলোঃ-

• যারা জুয়া খেলে তাদের একটি ছোট অংশই শুধু problem gambler পরিনত হয়। অধিকাংশ মানুষ হঠাৎ হঠাৎ অনিয়মিত ভাবে ছোট অংকের টাকা ধরে আনন্দ লাভ করার জন্যে। তারা চায় জুয়া আইনসিদ্ধভাবে চলুক ।

• জুয়া আইনগত ভাবে নিষিদ্ধভাবে চালু হলে, তা বেআইনি ভাবে মাফিয়া বা অপরাধিদের কর্তৃক চলতে থাকবে। তখন তা আরো বিপদজনক হয়ে উঠবে। তাছাড়া জুয়ায় অংশগ্রহনকারীরা আপরাধীদের দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা আছে।

• জুয়া আইনসিদ্ধ ভাবে পরিচালিত হলে এবং সঠিক তদারকি হলে শিশু বা কমবয়সি ছেলেরা জুয়ায় অংশগ্রহন করতে পারবেনা।

• জুয়া আইনসিদ্ধ ভাবে পরিচালিত হলে সরকার এ থেকে বড় অংকের টেক্স পেতে পারে।
• জুয়া ব্যবসা বা লটারি পরিচালনা থেকে যে অথ আসবে তা বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক কাজে ব্যবহার করা যাবে।
• জুয়া এখন আন্তর্জাতিক শিল্প। একদেশে জুয়া নিষিদ্ধ করা হলে তবে সেই দেশের জুয়া শিল্প অন্য দেশে চলে যাবে। তাছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে একদেশের মানুষ সহজে অন্য দেশে বেট ধরতে পারে।

অধিকাংশ দেশের সরকার এটা স্বীকার করে নিয়েছে যে, সব ধরনের জুয়া বন্ধ করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। তাই তারা খেলার পরিবেশ ঠিক রাখা এবং জুয়ায় অংশ গ্রহনকারীদের জুয়ার ঝুকি সম্পর্কে সচেতন করে থাকে। তাছাড়া আধুনিক বিশ্বে problem gamblerদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে সাহায্য করতে গড়ে উঠেছে অনেক কাউনসিলিং প্রতিষ্ঠান ।

আমাদের দেশে জুয়া খেলা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ। কিন্তু তা কি জুয়া খেলা বন্ধ করতে পেরেছে? আমাদের দেশে গ্রামে-গঞ্জে বিভিন্ন সময়,বিশেষ করে বিভিন্ন মেলার সময় জুয়া খেলা হয়ে থাকে। এসময়ে এক শ্রেনীর প্রতারক চক্রের কাছে প্রতারিত হয় গরীব মানুষ। আমাদের দেশে অনেক নারীর নির্যাতিত হবার পেছনে তাদের স্বামীদের জুয়ায় আসক্তি একটি অন্যতম কারণ। আমাদের বাসায় গৃহ পরিচারিকাকে প্রায়ই আমার আম্মার কাছে তার স্বামীর জুয়ায় আসক্তির কারণে তার সংসারের অশান্তি ও তার উপর নির্যাতনের কথা বলে কাঁদতে দেখতাম। আমদের দেশে problem gamblerদের নিয়ে কোন সংগঠন বা এন,জি,ও কাজ করছে কিনা তা আমার জানা নেই। সুস্থ সমাজ গড়ার স্বার্থে ধূমপান বা মাদক দ্রবের ক্ষতিকর আসক্তি সম্পর্কে যে ভাবে জনসাধারণকে সচেতন বা সাবধান করা হয়, একই ভাবে অধিক ঝুঁকি পূর্ণ জুয়া সম্পর্কে জনগণকে সচেতন বা সাবধান করতে হবে।

মুক্ত-মনাদের শুভেচ্ছা।